জেলা পরিষদ কার্যালয়

খুলনা

স্মারক নম্বর ঃ ৪৬.০০.৪৭০০.০০০০.০০২.০৪.০১.২৩.২৫- ৬৫৯ তারিখঃ ০৫/০৩/২৫ খ্রিঃ

খেয়াঘাট ইজারার দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব-সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা জেলা পরিষদের মালিকানাধীন তালিকা বর্ণিত খেয়াঘাট সমূহ বাংলা ১লা বৈশাখ ১৪৩২ হতে ৩০শে চৈত্র ১৪৩২ পর্যন্ত (০১ বছর) সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্ন-বর্ণিত তফসীল ও শর্তাধীনে নির্ধারিত ফরমে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

দরপত্র বিক্রয় ও দাখিলের সময়সূচীঃ

সিডিউল ক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়
১ম বার ১৭ মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ, বাংলা ০৩ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত	১৮ মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ বাংলা ০৪ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ বেলা ১.০০ টা পর্যন্ত	১৮ মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ বাংলা ০৪ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত
২য় বার ২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ, বাংলা ১১ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত	২৭ মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ বাংলা ১৩ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ বেলা ১.০০ টা পর্যন্ত	২৭ মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ বাংলা ১৩ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত
৩য় বার ০৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ, বাংলা ২৬ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত	১০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ বাংলা ২৭ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ বেলা ১.০০ টা পর্যন্ত	১০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ বাংলা ২৭ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত

১ম বার যে সকল খেয়াঘাটের দরপত্র সন্তোষজনক হবে, সেগুলি অনুমোদনের জন্য রাখা হবে ও যে সকল খেয়াঘাটের দরপত্র সন্তোষজনক হবে না, সেগুলি পূনরায় ২য় বার নির্ধারিত তারিখে দরপত্র গ্রহন করা হবে এবং তা উপস্থিত সকলকে জানিয়ে দেওয়া হবে। অনুরুপ ভাবে একই পদ্ধতিতে প্রয়োজন অনুসারে ৩য় বার পর্যন্ত দরপত্র গ্রহন করা হবে। এক্ষেত্রে পুনরায় কোন দরপত্র বিজ্ঞতি জারি করা হবে না।

ইজারাযোগ্য খেয়াঘাটের নাম, সম্ভাব্য মূল্য ও সিডিউল মূল্য তালিকা

ক্রঃ নং	খেয়াঘাটের নাম	শ্রেনী	উপজেলা	সম্ভাব্য মূল্য	সিডিউলের মূল্য (অফেরত যোগ্য)
১।	তালিমপুর খেয়াঘাট	-খ-	রূপসা	২,৪৮,৬৮০.০০	৬০০.০০
২।	ভট্টচার্য্য-শোলপুর-চন্দনীমহল খেয়াঘাট	-গ-	দিঘলিয়া	১৭,৯৩,,০০০.০০	১,০০০.০০
৩।	কালীবাড়ী খেয়াঘাট	-খ-	সদর	৭,৪৮,৮০০.০০	১,০০০.০০
৪।	কাষ্টমঘাট খেয়াঘাট	-খ-	সদর	৬,৫৩,৪০০.০০	১,০০০.০০
৫।	নগরঘাট/রেলিগেট খেয়াঘাট (দৌলতপুর-মহেশ্বরপাশা)	-খ-	দিঘলিয়া	২০,৩৮,৩১৭.০০	১,০০০.০০
৬।	বার্মাশিল খেয়াঘাট (দৌলতপুর-মহেশ্বরপাশা)	-খ-	দিঘলিয়া	৬,৫৩,৯৫০.০০	১,০০০.০০
৭।	স্টীমারঘাট খেয়াঘাট (মহসীন মোড়) (দৌলতপুর-মহেশ্বরপাশা)	-খ-	দিঘলিয়া	৩,৭৬,২০০.০০	৬০০.০০
৮।	শরাফপুর খেয়াঘাট	-খ-	ডুমুরিয়া	১৩,৮৭,২০০.০০	১,০০০.০০
৯।	দৌলতপুর বাজারঘাট খেয়াঘাট (দৌলতপুর-মহেশ্বরপাশা)	-খ-	দিঘলিয়া	৫৪,৪৫,০০০.০০	১,০০০.০০
১০।	সন্ন্যাসীহাট খেয়াঘাট	-খ-	দিঘলিয়া	২৫,৫৭,০০০.০০	১,০০০.০০
১১।	দাকোপ খেয়াঘাট	-গ-	দাকোপ	১৫,৯৮,৬৩০.০০	১,০০০.০০
১২।	চালনা খেয়াঘাট	-ক-	দাকোপ	৭,২৬,০০০.০০	১,০০০.০০
১৩।	মাথাভাঙ্গা খেয়াঘাট	-ক-	বটিয়াঘাটা	১,০২,৩০০.০০	৪০০.০০
১৪।	চৌকুনী-মঠবাড়ী খেয়াঘাট	-গ-	কয়রা	১২,০৭৯.০০	৬০০.০০
১৫।	রুপসা খেয়াঘাট/ফেরীঘাট	-ক-	সদর	৬০,০০,০০০.০০	১,০০০.০০
১৬।	জেলখানাঘাট খেয়াঘাট(শুধুমাত্র মানুষ ও দুই চাকার যানবাহন পারাপার)	-ক-	সদর	৩০,০০,০০০.০০	১,০০০.০০

শর্তাবলীঃ

১। ১ম বার যে সকল খেয়াঘাটের জন্য প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে সেগুলি অনুমোদনের জন্য রাখা হবে। অবশিষ্ট খেয়াঘাট গুলির জন্য ২য় বার নির্ধারিত তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হবে। ২য় বারে প্রাপ্ত যে সকল খেয়াঘাটের দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে সেগুলি অনুমোদনের জন্য রাখা হবে এবং অবশিষ্ঠ খেয়াঘাট গুলির জন্য ৩য় বার নির্ধারিত তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে পৃথক কোন নোটিশ জারী করা হবে না। তবে গ্রহণ যোগ্য দরপত্র সমূহের তালিকা পরের দিন অফিস চলাকালীন সময়ে নোটিশ বোর্ডে লটকানো হবে।

২। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত খেয়াঘাট বর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী খুলনা জেলা পরিষদ কার্যালয়, খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে দরপত্র ফরম ক্রয় ও দাখিল করা যাবে এবং নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দাখিলকারীদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে) দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

৩। দরপত্র নির্ধারিত ফরমে ও সীলমোহরকৃত খামে দাখিল করতে হবে। দরপত্রের উপর উদ্ধৃতমূল্য, ভ্যাট ও আয়কর স্পষ্ট করে পৃথকভাবে অংকে ও কথায় লিখতে হবে। দরপত্রদাতার নাম, পিতার নামসহ পূর্ণ ঠিকানা খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে। দরপত্র ফরম যথাযথভাবে পূরণ এবং দরপত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করতে হবে। দরপত্রে কাটাকাটি থাকলে তা দরদাতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

৪। দাখিলকৃত দরপত্রের সঙ্গে জামানত হিসেবে উদ্ধৃত মূল্যের ৫০% টাকা, 'প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, খুলনা' এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে দাখিল করতে হবে। দরপত্র গৃহীত না হলে ব্যাংক ড্রাফট ফেরৎ দেওয়া হবে।

চলমান পাতা নং-০২

৫। দরপত্রের সঙ্গে দরদাতার ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্র/নাগরিকত্ব সনদপত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে।

৬। কোন শর্তযুক্ত দরপত্র বা একই খেয়াঘাটের জন্য একই ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের একাধিক দরপত্র গ্রহণ করা হবে না

৭। দরপত্র দাখিল করার পূর্বে খেয়াঘাটটি সরেজমিন পরিদর্শন করে দরপত্র দাখিল করতে হবে। পরবর্তীতে খেয়াঘাটের বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮। দরপত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সর্বোচ্চ দরদাতাকে পত্র মারফত জানানোর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উদ্ধৃতমূল্যের উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর এবং ৫% হারে আয়কর জমা প্রদান পূর্বক ৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্তসহ দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। চুক্তিনামা সম্পাদন করার পর নির্ধারিত সময়ে খেয়াঘাটের দখল হস্তান্তর করা হবে।

৯। খেয়াঘাট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উপ-বন্দোবস্ত (সাবলীজ) দেয়া যাবে না। কোন খেয়াঘাট সাবলীজ দেয়া হয়েছে প্রমাণিত হলে ইজারাযুক্তি বাতিল করে ইজারামূল্য ও জমাকৃত অন্যান্য সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্তসহ খেয়াঘাট পুনরায় ইজারা প্রদান করা হবে। তদুপরি ইজারাদার আইনতঃ দন্ডনীয় হবেন।

১০। খেয়াঘাটের ইজারাদার নিজ খরচে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানসম্মত নৌ যান ও অভিজ্ঞ মাঝি অবশ্যই রাখতে হবে এবং যাত্রীদের ওঠানামার জন্য রাস্তা, খেয়ামঞ্চ, যাত্রীছাউনী নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষন করবেন। ইজারাদার নিজ খরচে খেয়াঘাট সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবেন।

১১। অনুমোদিত পারানী হারের তালিকা (টোল চার্ট) বাংলা ভাষায় স্পষ্টরূপে খেয়াঘাটের উভয়পাড়ে সর্ব-সাধারণের সহজ দৃষ্টিগোচরযোগ্য প্রকাশ্য স্থানে নিজ খরচে সাইনবোর্ড আকারে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত পারানী আদায় প্রমাণিত হয় তবে ইজারামূল্যসহ ইজারা বন্দোবস্ত বাতিল করে পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে খেয়াঘাট ইজারা দেয়া হবে।

১২। জেলা পরিষদের মালিকানাধীন যেসব খেয়াঘাট সড়ক ও জনপথ বিভাগ/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের যান্ত্রিক ফেরী চালু আছে এবং বাস, মিনিবাসের এবং বাস/মিনিবাসের কর্মচারী/যাত্রী যান্ত্রিক ফেরীতে পারাপার হয় সে ক্ষেত্রে টোল ফেরী কর্তৃপক্ষ প্রাপ্য হবেন। সাধারণ যাত্রীদের ভাড়া সংশ্লিষ্ট ইজারাদার প্রাপ্য হবেন।

১৩। প্রতিদিন ভোর ৪.০০ টা থেকে রাত্রি ১২.০০ টা পর্যন্ত যাত্রী পারাপার করতে হবে এবং রাত্রে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৪। জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ গাড়ীসহ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ডাকগাড়ী, ডাক হরকরা, সেনাবাহিনী, পরওয়ানা জারীকারক/সরকারী/আধাসরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে কার্যপোলক্ষ্যে ভ্রমণকালে বিনা মাগুলে পারাপার করতে হবে।

১৫। তালিকায় বর্ণিত খেয়াঘাটসমূহ যোকোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা মহামারী (ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন, নদীর নাব্যতা হ্রাস অথবা করোনা ভাইরাসের মত যেকোন ধরনের মহামারী) চলাকালীন সময়ে দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় প্রশাসন কর্তৃক যোকোন ধরনের আদেশের মাধ্যমে বা প্রাকৃতিকভাবে বন্ধ থাকলে ইজারাদার খেয়াঘাট বন্ধ থাকাকালীন সময়ে ক্ষতিপুরণ বাবদ কোন অর্থ দাবী করতে পারবে না।

১৬। নীতিমালার শর্তাবলী, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি শর্তাবলীসহ চুক্তিনামার সকল শর্ত, ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল ফেরী এ্যাক্ট, জেলা পরিষদ কর বিধি, ১৯৬০, জেলা পরিষদের বর্তমান প্রচলিত ও ভবিষ্যতে যে সকল আইন প্রনয়ন করা হবে তা মান্য করতে ইজারাদার বাধ্য থাকবেন। যদি কেউ উল্লিখিত এক বা একাধিক শর্তাবলী বা আইন ভঙ্গ করে তবে ইজারামূল্য ও অনান্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্তকরাসহ ইজারা বাতিল করে খেয়াঘাটটি পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা দেয়া হবে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত বিজ্ঞ আদালতে কোন মামলা করা যাবে না।

১৭। সাধারণভাবে সর্বোচ্চ দর গ্রহনযোগ্য হবে। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেখে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল বা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৮। ২,৩,৪,৫,৬,৭,৯,১০,১৫, ও ১৬ নং ক্রমিক এ উল্লেখিত খোয়াঘাট সমুহের মালিকানা সংক্রান্তে সহামান্য হাইকোর্টে একাধিক মামলা আছে, ওই সকল বা নতুন কোন মামলার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালতের স্ট্রে-অর্ডার অথবা রায়ের কারণে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য জেলা পরিষদ থেকে বেদখল হলে এ বাবত কোন-ক্ষতি পূরণ ইজারাদারকে প্রদান করা হবে না বা ক্ষতি পূরণ চেয়ে বিজ্ঞ কোন আদালতে মামলা করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট ইজারাদারকে নিজে খরচে জেলা পরিষদের পক্ষে এই মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

(মোঃ সেলিম রেজা পিএএ)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপসচিব)
জেলা পরিষদ, খুলনা
ফোনঃ ০২-৪৪১১০৯৯৩

স্মারক নম্বর ঃ ৪৬.০০.৪৭০০.০০০০.০০২.০৪.০১.২৩.২৫- ৬৫২ (১১) (১৬)

তারিখঃ ০৫/০৬/২০২৫

অনুলিপি সদয় জ্ঞ্যাতার্থে/কার্য্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)।

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ২। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

৩। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা বিভাগ, খুলনা। ৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।

৫। জেলা প্রশাসক, খুলনা। ৬। পুলিশ সুপার, খুলনা। ৭। সিভিল সার্জন, খুলনা।

৮। উপ- পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা। ০৯। জেলা তথ্য অফিসার, খুলনা।

১০। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, রূপসা/তেরখাদা/দিঘলিয়া/ফুলতলা/ডুমুরিয়া/বটিয়াঘাটা/দাকোপ/পাইকগাছা/কয়রা, খুলনা।

১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রূপসা/তেরখাদা/দিঘলিয়া/ফুলতলা/ডুমুরিয়া/বটিয়াঘাটা/দাকোপ/খুলনা।

১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ/গণপূর্ত বিভাগ-১/জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/এলজিইডি, খুলনা।

১৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), রূপসা/তেরখাদা/দিঘলিয়া/ফুলতলা/ডুমুরিয়া/বটিয়াঘাটা/দাকোপ/পাইকগাছা/কয়রা, খুলনা।

১৪। অফিসার ইনচার্জ, রূপসা/তেরখাদা/দিঘলিয়া/ফুলতলা/ডুমুরিয়া/বটিয়াঘাটা/দাকোপ/পাইকগাছা/কয়রা, খুলনা।

১৫। চেয়ারম্যান, ... ইউনিয়ন পরিষদ, (সংশ্লিষ্ট খোয়াঘাট)।

১৬। নোটিশ বোর্ড/ওয়েবসাইট, জেলা পরিষদ খুলনা।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ, খুলনা।